''সাথীকে সাথে রেখে সাক্ষী আর খুশির তখতাসীন হও''

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা বিশ্বের চতুর্দিকের বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সব বাচ্চার স্নেহ আর সহযোগের রেখা বাচ্চাদের মুখে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাপদাদা প্রত্যেকের হৃদয় থেকে "আমার বাবা" - এই গীত শুনছেন। বাপদাদাও রেসপন্স করেন "ও আমার অতি প্রিয়, অতি স্নেহী অনুরাগী বাচ্চারা!" প্রত্যেক বাচ্চা প্রিয় তো বটেই, স্নেহেরও, কেন? কোটি কোটির মধ্যে কিছুসংখ্যক আর কিছুর মধ্যেও কেউ কেউ হ'লে তোমরা। তাহলে তোমরা স্নেহের হলে তো না! তাইতো বাপদাদাও সুবোধ বাচ্চাদের দেখে খুশি হন। সদা খুশিতে ডান্স করা বাচ্চাদের দেখেন এবং সদা দেখতে চান। খুশিতে তো থাকে কিন্তু বাবা চান সদা। সদা খুশি থাকো, নাকি খুশিতে তারতম্য হয়? কখনো খুব খুশি, কখনো অল্প কম আর কখনো খুব কম!

বাবা আগেও বলেছেন যে বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রতি তোমাদের এই সেবা প্রয়োজন - তোমরা সব বাচ্চার চেহারার দ্বারা, নয়নের দ্বারা, দুটো শব্দের মাধ্যমে সব আত্মার দুঃখ দূর করে তাদের খুশি দিয়ে দেওয়া। তোমাদের দেখা মাত্রই যেন তারা খুশি হয়ে যায়। সেইজন্য মনোহরণ মুখ এবং মনোহর মূর্তরূপ যেন সদা থাকে। কারণ মনের খুশি মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে থাকে। যতই কেউ উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো, হয়রান, দুঃখের তরঙ্গে আসুক, হতে পারে খুশিতে থাকা অসম্ভবও মনে করবে কিন্তু তোমাদের সামনে আসতেই তোমাদের মূর্তরূপ, তোমাদের বৃত্তি, তোমাদের দৃষ্টি সেই আত্মাকে পরিবর্তন করে নেবে। আজ মনের খুশির জন্য কত খরচ করে, মনোরঞ্জনের জন্য কত নতুন নতুন সাধন (উপকরণ) তৈরি করে। সেগুলো সব অল্পকালের সাধন আর তোমাদের হলো সদাকালের প্রকৃত সাধনা। অতএব, সাধনা ওই আত্মাদের যেন পরিবর্তন করে নেয়। তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা তোমাদের সামনে হায় হায় (অনুতাপ) নিয়ে আসতে পারে কিন্তু তারা চলে যাওয়ার সময় বাঃ! বাঃ! (চমৎকৃত ভাবের গীত) নিয়ে যাক। বাঃ চমৎকার - পরমাত্ম আত্মাদের। তো এই সেবা করো। সময় সময়তে অল্পকালের সাধনসমূহে তারা যত হয়রান হতে থাকবে, সেই সময়ে তোমাদের খুশি তাদের জন্য অবলম্বন হয়ে উঠবে, কেননা, তোমরা হওই সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান নাকি নয়? অপূর্ণ তো নও! হওই সৌভাগ্যবান। তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান সারা কল্পে আর কোনও আত্মা নেই। এত নেশা তোমাদের মুখে আর আচার- আচরণের দ্বারা অনুভব করাও। করাতে পারো, নাকি করিয়েও থাকো?

ব্রাহ্মণ জীবনে যদি খুশি না থাকে তবে ব্রাহ্মণ হয়ে কী করেছো? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ খুশির জীবন। কখনো কখনো বাপদাদা দেখেন, কারও কারও মুখ একটুখানি.... কেমন যেন হয় না? খুব ভালো ভাবে জানে, তখন হাসে। তাইতো বাপদাদার এইরকম মুখ দেখে করুণাও হয় এবং একটু আশ্চর্যও লাগে। আমার বাচ্চা আর উদাস! হতে পারে কি? নয় তো না! উদাস অর্থাৎ মায়ার দাস। কিন্তু তোমরা তো মাস্টার মায়াপতি। তোমাদের সামনে মায়া কী? পিঁপড়েও নয়, মরা পিঁপড়ে। দূর থেকে মনে হয় জীবিত কিন্তু হয় মরা। শুধু দূর থেকে পরখ করার শক্তি প্রয়োজন। যেরকম বাবার নলেজ বিস্তারিত ভাবে জেনে থাকো তোমরা, সেরকমই মায়ারও বহুরূপী রূপের পরিচয়, নলেজ ভালো ভাবে ধারণ করে নাও। সে শুধু ভয় দেখায়, ছোট বাচ্চারা যেমন হয়, তো তাদের মা-বাবা ভয়হীন বানানোর জন্য ভয় দেখায়। কিছু করবে না, জেনে বুঝে ভয় পাওয়ানোর জন্য করে। সেরকমই মায়াও যখন তার নিজের বানানোর জন্য বহুরূপ ধারণ করে তো তোমরাও বহুরূপী হয়ে তাকে চিনে নাও। যখন চিনতে পারো না, তখন কী খেলা করো? যুদ্ধ শুরু করে দাও - হায়! মায়া এসে গেছে! আর যুদ্ধ করার ফলে বুদ্ধি, মন ক্লান্ত হয়ে যায়। তারপর ক্লান্তিতে কী বলো? মায়া বড়ই প্রবল, মায়া বড়ই প্রচন্ড। সে কিছুই না। তোমাদের দুর্বলতাই মায়ার বিভিন্ন রূপ হয়ে যায়।

তো বাপদাদা সদা প্রত্যেক বাচ্চাকে সৌভাগ্যবান হওয়ার নেশায়, প্রসন্ন মুখে এবং খুশির আহারে স্বাস্থ্যবান আর সদা খুশির ভান্ডারে সম্পন্ন হতে দেখতে চান। জীবনে কী চাই? আহার আর ভান্ডার। আর কী চাই? তাহলে, তোমাদের কাছে খুশির ভান্ডার রয়েছে, নাকি স্টক কখনো শেষ হয়ে যায়? খুশির ভান্ডার অফুরান। অফুরান তো না? আর যত খরচ করবে ততোই বাড়তে থাকে। যদি আর কোনও পুরুষার্থ না করো শুধু একটা লক্ষ্য রাখো - যা কিছুই হয়ে যাক, হতে পারে তা' নিজের মনের স্থিতির দ্বারা, নতুবা কোনো অন্য আত্মাদের দ্বারা, অথবা প্রকৃতির দ্বারা, কিংবা বায়ুমন্ডলের দ্বারা যা কিছুই হোক না কেন, আমি খুশি ছাড়বো না। এটা তো সহজ পুরুষার্থ, তাই না! নাকি খুশি পিছলে যায়? সহজ নাকি

কখনো কখনো কঠিন হয়? দৃঢ় সঙ্কল্প রাখো, অন্য সব বিষয় ভুলে যাও। শুধু একটা বিষয় পরিপক্ক করো - আমাকে খুশি থাকতে হবে। তাহলে পরিস্থিতি কীরকম লাগবে? খেলা। আর নিজের খেলা দেখার সাক্ষী- ভাবের সীটে সদা স্থিত থাকো। হতে পারে তা' কেউ তোমাদের অপমান করবে, তোমাদের নাকাল করে নিচে নামাবে, কিন্তু তোমরা সাক্ষীভাবের সীট থেকে নিচে এসো না। যখন নিচে নেমে আস তখন খুশি কম হয়ে যায়।

বাপদাদা আগেও দুটো শব্দ বলেছিলেন - সাথী আর সাক্ষী। যখন বাপদাদা সাথে থাকেন তখন সাক্ষীভাবের সীট সদা মজবুত থাকে। বলো তো সবাই, বাপদাদা সাথে আছেন, বাপদাদা সাথে আছেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবও পড়তে থাকে আর তোমরা বলতেও থাকো বাপদাদা সাথে আছেন, বাপদাদা সাথে আছেন। সাথে আছেন, কিন্তু সেই সময়ে ইউজ করো না, একধারে করে দাও। যেমন, হয় না যে কেউ তোমার সাথে আছে, এমন অনেক কাজ এসে গেল, কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তখন কখনো সেই সাথীর খেয়াল থাকে না, পরিস্থিতির মধ্যে ডুবে যাও। ঠিক সেরকমই সাথ তো আছে সেটা মেনেও থাকো, অনুভবও করো। কেউ আছে যে বলবে সাথ নেই? কেউ বলে না। সবাই বলে, আমার সাথী আমার সাথে আছেন। মন থেকে বলো নাকি শুধুই মুখে? মন থেকে বলো?

বাপদাদা তো খেলা দেখেন, বাবা সাথে বসে আছেন আর নিজের পরিস্থিতিতে তার মোকাবিলা করতে এতই মগ্ন হয়ে যাও যে দেখ না সাথে কে আছেন! সুতরাং বাবাই বা কি করতেন? বাবাও সাথী থেকে সাক্ষী হয়ে খেলা দেখেন। এরকম তো ক'রো না। যখন বলছো তখন সাথের দায়িত্ব পালন তো করো, কেন একধারে সরিয়ে দাও? বাবার ভালো লাগে না। বাবা এই শুভ আশা রাখেন, আর তোমরা তো তা' হয়েই থাকো - এক-এক বাচ্চা স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব অধিকারী। তোমরা প্রজা কি! প্রজা হতে চাও না তো না? রাজা, মহারাজা, বিশ্বরাজা তোমরা, তাই না! তোমরা প্রজা বানাও, প্রজা হও না। তো রাজা কোথায় বসে? সিংহাসনে বসে তো না! যখন প্র্যাকটিক্যালি রাজার নেশায় থাকো তখন সিংহাসনে বসো, বসো না! তাহলে, সাক্ষীভাবের সিংহাসন ছেড়ো না। আলাদা আলাদা ভাবে যে পুরুষার্থ করো তা'তে থকে যাও তোমরা। আজ মন্সার করছ, কাল বাচার করবে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের করবে তো ক্লান্ত হয়ে যাও। একটাই পুরুষার্থ করো, সাক্ষী আর আনন্দময় সিংহাসনে আসীন থাকতে হবে। এই সিংহাসন কখনো ছেড়ো না। কোনো রাজা এভাবে সিরিয়াস হয়ে সিংহাসনে যদি বসে, বসবে সিংহাসনে কিন্তু খুব ক্রোধী হবে, অফিসিয়াল হবে তবে কি ভালো লাগবে? বলবে এ' তো রাজা নয়! তো তোমরা সবাই সিংহাসনাসীন তো না! ওই রাজা তো কখনো সিংহাসনে বসে কখনো বসে না, কিন্তু সাক্ষীভাবের সিংহাসন এমন যাতে সর্বকার্য করার সময়ও সিংহাসনাসীন, নামতে হয় না। ঘুমিয়ে থাকাকালীনও সিংহাসনাসীন, উঠতে-বসতে, অন্যদের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসেও সিংহাসনাসীন। সিংহাসনে বসতে জানো নাকি বসতে জানো না, পিছলে যাও? সাক্ষীভাবের সিংহাসনাসীন আত্মা কখনো কোনও সমস্যায় নাজেহাল হয় না। সমস্যা সিংহাসনের নিচে থেকে যাবে আর তোমরা উপরে, সিংহাসনাসীন হবে। তোমাদের জন্য সমস্যা কখনো মাথা তুলতে পারবে না, নিচে দমিত থাকবে। তোমাদের হয়রান করবে না, তাছাড়া, তোমরা যদি কোনকিছু দাবিয়েও রাখো তো ভিতরে ভিতরেই সেটা নিজেই শেষ হয়ে যাবে তো না! তাইতো বাপদাদার এমন সময়ে আশ্চর্য লাগে, তোমাদের আচম্বিত করা উচিত নয়। যদিও বা নিজেদের প্রতি আশ্চর্য হও, অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ো না। তো আশ্চর্য লাগে, আমার এই বাচ্চারা এটা কি করছে! তারা সিংহাসন থেকে নামছে! যখন সিংহাসনাসীন থাকার সংস্কার এখন থেকেই তৈরি করবে তখন বিশ্বের সিংহাসনে বসবে। এখানে যদি সদাকাল সিংহাসনাসীন হতে অপারগ হও তবে ওখানেও সদা অর্থাৎ যতটা সময়কাল থাকে, ততটা পূর্ণ সময় বসতে পারবে না। সব সংস্কার এখন ভরে নিতে হবে। তারপর সেই পরিপূর্ণ সংস্কার সত্যযুগে কার্য করবে। রয়্যালটির সংস্কার এখন থেকে পূর্ণ করতে হবে। এমন ভেবো না যে এখনো কিছু সময় অবশিষ্ট রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তো বিনাশ হওয়ার নেই, এটা ভেবো না। বিনাশ হবে অকস্মাৎ। জিজ্ঞাসা করে আসবে না যে হ্যাঁ এবারে প্রস্তুত হও! সব অকস্মাৎ হওয়ার আছে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছই বা কীভাবে? আকস্মিকভাবে সন্দেশ (সমাচার) পেয়েছো প্রদর্শনী দেখেছো, সম্বন্ধ-সম্পর্ক হয়েছে আর বদলে গেছো। ভেবেছিলে কি যে এই তারিখে ব্রাহ্মণ হবো? হঠাৎ হয়ে গেছে তো না! সুতরাং পরিবর্তনও হঠাৎই হওয়ার আছে। প্রথমে মায়া তোমাদের অলস ও উদ্যমহীন বানাবে, ভাববে আমরা তো দু'হাজার সাল ভেবেছিলাম - সেটাও পুরো হয়ে গেছে, এখন খানিক রেস্ট তো করে নাও! প্রথমে মায়া নিজের জাদুজাল বিছিয়ে দেবে, তোমাদের উদ্যমহীন বানাবে। যে কোনো বিষয়, হতে পারে তা' সেবাতে, অথবা যোগে, কিংবা ধারণায়, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে; এ'রকম তো চলেই, এ' তো হয়েই থাকে.... এইভাবে মায়া প্রথমে তোমাদেরকে ঢিমেতালে করার চেষ্টা করবে। তারপর হঠাৎ বিনাশ হবে, তখন ব'লো না এরকমও যে হবে

বাপদাদা বলেননি! সেইজন্য আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি - কখনও কোনো বিষয়ে অলস ও উদ্যমহীন হয়ো না। চার

সাবজেক্টেই অ্যালার্ট, এখনো যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে অ্যালার্ট। সেই সময় ব'লো না বাপদাদা এখন এসো, এখন সাথ দাও, এখন একটু শক্তি দাও, সেই সময় দেবো না। এখন যত শক্তি চাই, যেরকম চাই ততো সঞ্চয় করে নাও। সবার জন্য উন্মুক্ত ছাড় রয়েছে, খোলা ভান্ডার রয়েছে, যত শক্তি চাই নিয়ে নাও। পেপারের সময় টিচার কিংবা প্রিন্সিপাল সাহায্য করে না।

ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে দেখে বাবারও ডবল খুশী হয়। কেন হয়? কেননা ডবল বিদেশীদের নিজেকে পরিবর্তন করতে ভবল পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেইজন্য যখন বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে দেখেন তখন ডবল ডবল খুশী হয়, বাঃ আমার বিদেশী বাচ্চা বাঃ! ডবল বিদেশীরা হাত তোলো। (বিশ্বের বহু দেশ থেকে প্রায় ১ হাজার ভাই বোন সভায় উপস্থিত হয়েছে) বাঃ খুব ভালো! ডবল হাততালি দাও। বাপদাদা বিদেশের সেবার সমাচার শুনতে থাকেন, দেখতেও থাকেন, রেজাল্টে সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো। কেবল কখনো কখনো নিজের উপরে সেবার বোঝা উঠিয়ে নিয়ে থাকো তখন ক্লান্ত হয়ে যাও। খুব ভালো সেবা তোমরা করে থাকো, সেবার সময় তোমরা পরিশ্রান্ত হও না। সেই সময়কার খুব সুন্দর চেহারা ছবি তুলে রাখার মতো হয়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো (সবার নয়) সেবার পরে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বাবা বলেন বোঝা কেন তোলো? বোঝা তুলতে ভালো লাগে কি নাকি অভ্যাস হয়ে গেছে? বোঝা উঠিও না। বোঝা তখন অনুভব হয় যখন বাবা সাথে নেই। আমি করি, আমি করে থাকি, আমি করে থাকি, ফলে বোঝা হয়ে যায়। বাবা সাথে আছেন, বাবার কাজ, বাবা করাচ্ছেন, তাহলে বোঝা হবে না। হাল্কা হয়ে নাচতে থাকবে। যেমন ডান্স তো তোমরা খুব ভালো করতে পারো তাই না! ডবল বিদেশীদের ডান্স দেখো কতো সুন্দর হয়ে থাকে। নিজেকে পরিশ্রান্ত করে না, ফরিস্তাদের মতো করে থাকে। ইন্ডিয়ানরা যে ডান্স করে তাতে পা এর পরিশ্রম, হাতেরও পরিশ্রম হয়ে থাকে । কিন্তু বিদেশীরা ডান্সও লাইট করে থাকে, তো এই রকম সেবাও এক প্রকার ডান্স মনে করো, খেলা মনে করো। পরিশ্রান্ত হয়ো না। বাপদাদার সেই ফটো ভালো লাগে না। সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো আর বাবার কাছে এই রেজাল্টও রয়েছে যে, এখন সামান্য সামান্য বিষয়ে বিচলিত হয়ে পড়ার পার্সেন্টেজ অনেক কম। মেজরিটির ঠিক রয়েছে। বাদবাকি অল্প সংখ্যকের কখনো কখনো একটু আধটু অস্থির হয়ে পড়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আদির রেজাল্ট আর এখনকার রেজাল্টে অনেক ভালো রকমের তফাৎ এখন। এই রকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাই তো! এখন কোমল স্বভাবের থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারছো। বাপদাদার রেজাল্ট দেখে আনন্দ হয়।

এখন ছোট ছোট মাইকও তোমরা প্রস্তুত করছো। এখন ছোট মাইক, কিন্তু ছোট'র থেকে বড় পর্যন্তও চলে আসবে। বাপদাদার মনে আছে যে - আদিতে এই বিদেশী টিচাররা বলতেন যে, ভি. আই. পি. দেরকে পাওয়াও কঠিন, আসা তো বাদই দাও, তাদেরকে পাওয়াই কঠিন। আর এখন সহজ হয়ে গেছে। কারণ এখন তোমরাও ভি. ভি. ভি. আই. পি হয়ে গেছো, তাই তোমাদের সামনে ভি. আই. পি কী? টোটাল বিদেশের রেজাল্ট ভালো। সেন্টার্সও ভালো সেবা করছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়ে চলেছে। ভারতে হ্যান্ডস্ নেই, নাহলে ভারতেও অনেক সেবাকেন্দ্র খুলে যেত। এক একটি জোন বলতে থাকে - হ্যান্ডস্ নেই। তো এখন এই বছর হ্যান্ডস্ নিয়ে আসার সেবা করো। হ্যান্ডস্ চেও না, তৈরী করো, আরও বেশী করে দান-পূণ্য করো।

বিদেশে এটা খুব ভালো উপায় - যেখানেই সেন্টার খোলে, সেখানকারই লৌকিক কার্যও করে আর সেন্টারও চালাতে থাকে। কীভাবে চলবে, কে চালাবে, এইসব প্রবলেম কম। তোমরা এইসব ভাববে না যে, আমরা লৌকিক কাজকর্ম কেন করবো? এটা তো হলো তোমাদের সেবার সাধন। লৌকিক সেবা করছো না, কিন্তু অলৌকিক কার্যের নিমিত্ত হওয়ার জন্য লৌকিক কার্য করে থাকো তোমরা। তোমরা যেখানেই যাও সেখানে সেন্টার খোলার উৎসাহ থাকে তাই না! সুতরাং লৌকিক কার্য কতদিন পর্যন্ত করবো - এই রকম কথা ভেবো না। লৌকিক কার্য অলৌকিক কার্যের নিমিত্তে তোমরা করে থাকো, তাই তোমরা হলে স্যারেন্ডার । লৌকিক ভাব থাকবে না, অলৌকিক ভাব থাকলে লৌকিক কার্যে তোমরা সমর্পিতই । এই রকম নয় যে - লৌকিক কার্যকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা সমর্পণ সমারোহ করছো। এই রকম করলে বৃদ্ধি কি করে হবে! সেইজন্য লৌকিক কার্য করেও তোমরা অলৌকিক কার্যের নিমিত্ত হয়ে থাকো। তাই যারা লৌকিকে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে আর অলৌকিকে থাকে, এই রকম আত্মাদেরকে ডবল কি পদম অভিনন্দন! কেবল ট্রাস্টি হয়ে করবে, আমিত্ব ভাবে আসবে না। আমি এতো কাজ করি, আমিত্ব ভাব নয়। করাবনহার করাচ্ছেন । আমি ইনস্ট্রুমেন্ট। পাওয়ারের আধারে চলছি। আচ্ছা।

আজ ডবল বিদেশীদের টার্ন তাই তো! ডবল বিদেশীদেরকে দেখে তোমাদেরও আনন্দ হয় তাই না? তো সকল ডবল

বিদেশী হাসিখুশী আছো তো? হাতের তালি বাজাও। এখন মধুবনে মায়া আসে কি? আসে না তো?

আচ্ছা, এক সেকেন্ডে একেবারে বাবার সমান অশরীরী হতে পারো? তাহলে এক সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাও আর অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। (বাপদাদা ৩ মিনিট ড্রিল করালেন) আচ্ছা, এটা সারাদিনে বারে বারে অভ্যাস করতে থাকো।

চতুর্দিকের সকল মায়াজিৎ, সাক্ষীভাবের সিংহাসনে আসীন, সর্বদা সাথীর সাথ অনুভবকারী, সদা দৃঢ়তার দ্বারা সফলতার গলার মালা হয়ে ওঠা, সদা বাবার সমান লাইট থাকা, সদা নিজের মাইটের দ্বারা বিশ্বকে দুঃখ অশান্তির দুর্বলতার থেকে মুক্ত করে আনা এই রকম মাস্টার সুখের সাগর, খুশীর সাগর, প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর বাবার সমান বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ- বিচক্ষণতার (পরখ) এবং নির্মাণ করবার শক্তির দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী সফলতার প্রতিমূর্তি ভব

বিচক্ষণতার শক্তির দ্বারা যারা বাবাকে, নিজেকে নিজে, সময়কে, ব্রাহ্মণ পরাবারকে আর নিজের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকে চিনে নিয়ে তারপর নির্ণয় করে থাকে যে, কি হতে হবে আর কি করতে হবে, তারাই সেবা করার সাথে সাথে, কর্ম বা সম্বন্ধে এসে সদা সফলতা প্রাপ্ত করে থাকে । মন - বাণী-কর্মের দ্বারা সকল প্রকারের সেবায় সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার আধার হলো বিচক্ষণতার আর নির্ণয় করবার শক্তি।

স্লোগানঃ- জ্ঞান যোগের লাইট মাইটের দ্বারা সম্পন্ন হও, তবে যে কোনও প্রকারের পরিস্থিতিকে সেকেন্ডে পার করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;